জা । র্মা । নি

বিদেশ সফররত রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ৩৪ বছর হলো দেশটি স্বাধীন হয়েছে অথচ শুধু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্যই উন্নয়নের অবকাঠামো আজও শূন্যের কোঠায়। গরিব আরো গরিব হচ্ছে, ধনী হচ্ছে আরো ধনী। তবে রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন কৌশলে তাদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন ঠিকই। নেতারা বেশির ভাগই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ী। এ সমস্ত ব্যবসায়ী রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন কারণে বিদেশ ভ্রমণ করেন, যেমন ছেলেমেয়ে-নাতির সাক্ষাৎ, ডাক্তার দেখানো, প্রমোদ ভ্রমণ, ব্যবসায়িক ভ্রমণ কিংবা নামে বা লোক দেখানো রাজনৈতিক সফর!

যে যে সফরেই আসে না কেন এরা এসে ভর করেন (বেশির ভাগই) প্রবাসে বসবাসরত খেটে খাওয়া বাংলাদেশী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের ওপর। প্রথমত কাজ বন্ধ রেখে এদের বিমানবন্দরে গিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে নিয়ে আসতে হবে তা না হলে তারা নারাজ হন। অথচ বাংলাদেশে গেলে এরা অনেকেই আমাদের চেনেন না বা চেনার সময় থাকে না।

দ্বিতীয়ত, এদের অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হয়, অবশ্য এটা আমরা নিজেরাই মনের তাগিদে করি। তৃতীয়ত, তাদের ভালো হোটেলে শেরাটন কিংবা আরাবেলায় সুইটে থাকতে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হোটেল রুমের টেলিফোন লাইনটিও ইন্টারন্যাশনাল ফোনের জন্য খুলে দিতে হয়। আর সব বহন করতে হয় আমাদের। অন্যদিকে তাদের মোটাসোটা স্ত্রী আমাদের হোয়াইট গোল্ডের দোকানে নিয়ে যান। এই ভরসায় যদি বিলটাও আমাদের দ্বারা দেয়ানো যায়। তাই আমরা ভান করি দোকান না চেনার। সম্প্রতি এক ভ্রমণরত নেতার স্ত্রী রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'কিসব লোকদের নেতা বানিয়েছো, হোয়াইট গোল্ডের দোকান চেনে না।' মনে মনে হাসলাম, হিঃ হিঃ- চিনি, তোমাকে চিনাবো না, কারণ তোমাকে চিনালে তোমার জামাই'র স্যুটের দামের মতো গোল্ডের দামও আমাদের কারো দিতে হতে পারে! অবশ্য বেশির ভাগ নেতাই আমাদের রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ গোলযোগকে তাদের বাজার করার কাজে ব্যবহার করেন বা আমরা নেতা হওয়ার জন্য ব্যবহৃত হই। আমাদের কমিটিতে যদি সমস্যা থাকে তবে

gj mvs¯‹ZK Abô‡b ¯'vbxq wkíx‡`i cwi‡ekbv

সু । ই । জা । র । ল্যা । ন্ড

স্বর্গের বুকে বাংলার পতাকা

১৯ ডিসেম্বর। দিনভর আকাশ থেকে পেঁজো তুলোর মতো অবিরত বরফ ঝরছে তো ঝরছেই। পৃথিবীর ভূস্বর্গখ্যাত সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নে এমনই এক বরফঝরা নয়নাভিরাম সন্ধ্যা। আর এমনই এক নয়নাভিরাম স্বপ্নিল সন্ধ্যায় 'সুইস বাংলাদেশ কালচারাল ক্লাব' উদযাপন করলো মহান বিজয় দিবস '০৪। গ্লাসে ঘেরা ক্লাব মিলনায়তন থেকে বাইরে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে নীরবে-নিঃশব্দে ঝরতে থাকা শ্বেতশুভ্র রাশি রাশি বরফে চোখ শীতল হলেও কানায় কানায় পূর্ণ ক্লাব মিলনায়তনের ভেতর দেশ আর মাটির উত্তাল গানে সঞ্চারিত হচ্ছিল প্রচন্ড উষ্ণতা। সুইসের বিভিন্ন ক্যান্টন থেকে আসা প্রবাসী বাংলাদেশী আর আমন্ত্রিত সুইস নাগরিকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপভোগ করেছেন অনাড়ম্বর এ অনুষ্ঠানটি। তরুণ সংগঠকদের হৃদ্যিক আতিথিয়তা, সুনিপুণ সেবা তৎপরতা আমন্ত্রিত সুইস সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। বলাবাহুল্য, এ বিজয় দিবসে সংগঠন তাদের দু'বছর পূর্তিও পালন করলো। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষ সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে এ সংগঠন এখানে বসবাসরত বাংলাদেশী এবং এ দেশীয় নেতৃস্থানীয়দের কাছে দারুণভাবে প্রশংসিত। তাই এ সংগঠন সুইস সরকারের স্বীকৃত সংগঠনের মর্যাদা লাভ করে বাংলাদেশকে অধিষ্ঠা করেছে সম্মানের দুর্লভ আসনে। আর সফলতার কৃতিত্বের মূলে রয়েছে এ প্রজন্মের একঝাঁক তরুণের দুর্বার দেশপ্রেম। বিজয় দিবসের এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ছিল নৈশভোজ। এরপর শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে প্রথমে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট সালেহ মোঃ জামিল এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রেসিডেন্ট জর্জ হায়নগার। মোঃ ফারুকের নিপুণ পরিচালনায় এবং তরুণ ঔপন্যাসিক মিজানুর রহমান খানের সাবলীল উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বরফ-বর্ষণ উপেক্ষা করে ছুটে আসা দর্শক-শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে। কিছু সময়ের জন্য হলেও তারা গভীর আবেগে হারিয়ে যান স্বদেশের আপন আঙ্গিনায়। কর্তব্য নিষ্ঠায় যারা ছিল আপন মহিমায় উজ্জ্বল : সিদ্দিকুর রহমান, আমজাদ জমাদার, মাসুদ ব্যাপারী, সফিকুল ইসলামসহ একঝাঁক সবুজ তারুণ্য।

মাহফুজুর রহমান খান

বাংলাদেশ ইউনিট প্রধান, লারকেন ভেগ ৩৫, ৩০১২ বার্ন, সুইজারল্যান্ড

ভ্রমণরত নেতাদের পোয়াবারো, তখন তারা সবাইকে মুখে মুখে নেতা বানিয়ে দেন বা ঢাকায় গিয়ে সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি দেন। তখন আমরাও উলুবনে মুক্তা ছড়াই নেতা হওয়ার আশায়। দেখা গেছে, ওই নেতাই ঢাকা গিয়ে বিরোধিতা করে বা বদনাম করে যে, তাকে উদ্দেশ্য করে আমরা চাঁদা তুলেছি কিন্তু তার জন্য খরচ করিনি। অবশ্য এটাও অনেক সময় হয়ে থাকে যে, দু-একজন নেতা এসে নিজেদের খরচে থাকলেন, খেলেন এবং খুচরা ডলার আমাদের টিপস্ দিয়ে গেলেন, ওই ক্ষেত্রে আমরা তাদের নামে টাকা তুলে নিজেদের নামে খরচ করি। তবে এটা শতকরা একটা ঘটে থাকে। বিদেশে রাজনৈতিক দলের বেআইনি শাখা খোলা হয় সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নামে। কিন্তু শাখা খুলতে ঢাকা থেকে উৎসাহ দেয়া হয় নেতাদের ভ্রমণ সুবিধার জন্য। এখানে আমরা নেতা হবার জন্য তাদের চাহিদার জোগানদার হয়ে উঠি।

মেহমানদের সেবা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, আমরা করতে রাজি এবং করেও থাকি। তবে নেতারা যখন আসেন তাদের উচিত আমরা যেভাবে থাকি সেভাবে থাকা ও আমরা যা খাই তাই খাওয়া। এতে মনের দিক থেকে জোর পাই ও আপ্যায়ন করতে ভালো লাগে। যেমন বাংলাদেশ থেকে বা ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে বহু সংবাদকর্মী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আমার বাসায় আসলে রাতে মেঝেতে বিছানা পেতে দেই শোবার জন্য বসার ঘরে, মন থেকে আন্তরিকভাবে ডাল-ভাত-ভর্তা খেতে দেই, ট্রেনে করে ঘুরে দেখাই শহর (যেহেতু আমার গাড়ি নেই, গাড়ি কেনার যোগ্যতা থাকলেও ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই বলেই কেনা হয় না) এমনকি ছোটখাটো উপঢৌকনও দেই সাধ্যানুযায়ী। সবই করি অন্তরের অন্তস্থল থেকে। কিন্তু যখনই কোনো নেতার হোটেলবাসের জন্য বড় বড় নেতারা টাকা চান, সাধারণত দেই না, দিলেও মনের দিক থেকে সায় থাকে না। কারণ ওই নেতাদের বাংলাদেশে তাদের এক ঘন্টার আয়ের কম আমাদের মাসিক আয়। এতো কষ্টার্জিত আয় দিতে কষ্ট লাগে। যখন ওই নেতারা ক্ষমতায় থাকেন তারা প্রবাসীদের জন্য এমন কোনো আইনি সুবিধাদানে সহায়তা পর্যন্ত করেন না বিমানবন্দর থেকে বাড়ির উঠোন পর্যন্ত। বাড়ির উঠানে পৌঁছলে আত্মীয়স্বজনদের আবদার মেটাতে হিমশিম খেতে হয় প্রবাসীদের। প্রবাসে যারা রাজনীতি করেন, তিনি যে দলেরই হোক না কেন, সবাই স্বার্থহীনভাবে দলের প্রতি ভালোবাসা আর দরদের জন্য করেন। অজানা-অচেনা পরিবেশে ভিনদেশে রক্ত জল পরিশ্রম করে বেঁচে থাকে প্রবাসীরা। যা দেশে বসে অনুভব করা যায় না। তাই প্রবাসে (বিদেশে) সফররত নেতাদের প্রতি আকুল আবেদন- বেড়াতে আসুন, আমরা যেভাবে থাকি, সেভাবে থাকুন, সেভাবে খান, আন্তরিকতা গ্রহণ করুন- বিরক্তকর শেরাটন কিংবা হোয়াইট গোল্ডের বাজার করা পরিত্যাগ করুন। এই সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করার পর ছুটির দিনে আমার নবাগতা সন্তান যে দেখতে আমার মায়ের মতো। তাকে এবং আমার স্ত্রীকে সময় দেয়ার কথা। কিন্তু তা না করে লিখছি এই কারণে যে, যদি ভ্রমণরত নেতাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। অবশ্য লেখায় আমার নাম দিলাম না, কারণ আমি এখানকার একটি রাজনৈতিক দলের একটি পদ ধরে আছি। এভাবে বাস্তব মতামত তুলে ধরাতে হয়তো আমার পদটি নিয়ে টানাটানি করবে দলের সন্ত্রাসবাদীরা বা কুকুরের রাখালরা (দলের নয় যে পেশাগত কুকুরের রাখাল)। পদটির প্রতি আমার তেমন কোনো লোভ নাই তবে ধরে রাখি শান্তিপ্রিয় রাজনীতির পক্ষে যারা তাদের জন্য, রাখালদের রুখে দাঁড়াবার জন্য।

এক নাখোশ রাজনৈতিক কর্মী
জার্মানি থেকে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ

ত্রৈমাসিক প্রজন্ম একাত্তর

দেশ প্রবাসের নবীন প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ প্লাটফরমে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

দুটি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা। বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।

যোগাযোগ
Delwar Hossain
Editor
Projonmo Ekattor
Box 2029
191 02 sollentuna, Sweden
Tel & Fax : +46-8-6231439
E-mail : delwar.h@spray.se

ঢাকা ব্যুরো
৩/৩-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা)
সোলেমান কোর্ট, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৫৩৪০, ৮১৫৫২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪০২২৫

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

তামান্না, আপনার ০৩-০৭-০৪ তারিখের লেখা চিঠি পেয়েছি। বিস্তারিত লিখুন 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর ঠিকানায়। -এ কবীর, সাপ্তাহিক ২০০০, বক্স নং-৩০১, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা- ১০০০

***

সুন্দর মনের স্কুল-কলেজের মেয়েরা লিখ। -রোমিও, বক্স নং-৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

***

বন্ধু মিলবে হয়তো শত শত, মিলবে না কেউই হয়তো আমার মতো। আত্মবিশ্বাসী সুন্দরমনা সুন্দরীরা মোবাইল নাম্বারসহ লিখুন। -স্বপ্নিল, মোঃ মোকাদ্দেছুর রহমান, আলী আজম মেম্বার বাড়ী, চান্দিনা কাজী বাড়ী, কুমিল্লা-৩৫১০, mokaddas_r@yahoo.com